Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.70-76
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা ও জাপানি ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যাকরণগত প্রয়োগ

গীতা এ. কীনী
বিভাগীয় প্রধান, জাপানি বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সুদীপ সিংহ
গবেষক, জাপানি বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ভূমিকা: বাংলা ও জাপানি - উভয় ভাষাতেই **ধ্বন্যাত্মক শব্দের**[1] উপস্থিতি এবং প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় তার বহুল পরিমাণে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মূলত, ধ্বনির অনুকরণে উৎপত্তি হওয়া এই শব্দগুলি, একক ভাবে সংকেতবাহী এক ধরনের শব্দ হিসেবে প্রতিপন্ন হলেও, বাক্যে ব্যবহার করার সময় তা অর্থবহ শব্দে পরিণত হয় এবং কোনো ক্রিয়ার অবস্থা বা আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতির সুচারু বর্ণনা দেয়। আর, এখানেই বুঝি এই শব্দগুলির বিশেষত্ব। উভয় ভাষাতেই বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার সময়, এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ব্যাকরণগত ভাবে প্রধানত, বিশেষণ বা ক্রিয়ার বিশেষণ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষণ ছাড়াও, বিশেষ্য বা ক্রিয়া হিসেবেও এদের ব্যবহার চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে অন্য কোন সহায়ক উপকরণ ব্যতিরেকে, কোন ক্ষেত্রে কোন অনুসর্গ সহযোগে, আবার কখনও বা অন্য কোন পদের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি বিভিন্ন পদের রূপ ধারণ করে। এই প্রবন্ধে, বাংলা ও জাপানি ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার সময় বিভিন্ন পদের রূপ ধারণ করতে গিয়ে কি ধরণের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে তা নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

শুরুতেই নীচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করা যাক -

ক। **ঝম্‌ঝমিয়ে** বৃষ্টি নেমে এল। (ঝম্‌ঝম্ + অনুসর্গ -িয়ে; ক্রিয়ার বিশেষণ)
খ। **ঝুর্‌ঝুর্ করে** বৃষ্টি পড়ছে। (ঝুর্‌ঝুর্ + অসমাপিকা ক্রিয়া -করে; ক্রিয়ার বিশেষণ)
গ। সারাদিন **ঝম্‌ঝম্-বৃষ্টি** লেগেই আছে। (ঝম্‌ঝম্ + বিশেষ্য 'বৃষ্টি'; বিশেষ্য/বিশেষণ)
ঘ। বন্যায় চারিদিক জলে **থইথই করছে**। (থইথই + ক্রিয়া 'করা'; ক্রিয়া)

[1] বাংলা ও জাপানি উভয় ভাষাতেই, ধ্বনির অনুকরণে ও ক্ষেত্র বিশেষে ভাব বা উপলব্ধির অনুকরণে সৃষ্ট এক ধরণের শব্দ, বিভিন্ন অবস্থা বা ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কন্‌কন্ (শীত), গুড়ুগুড়ু (মেঘের ডাক), ঝম্‌ঝম্ (বৃষ্টি), সন্‌সন্(বাতাস) প্রভৃতি। এই ধরনের বিশেষ শব্দগুলিকে **'ধ্বন্যাত্মক শব্দ'** বলা হয়। জাপানিতে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ-কে বলা হয় ***'গিওনগো-গিসেইগো-গিতাইগো*** । যেমন – きらきら/কিরাকিরা・ぴかぴか/পিকাপিকা・ざあざあ/জা—জা—・しとしと/শিতোশিতো - প্রভৃতি জাপানি ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ।

উপরের বাক্যগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ক ~ ঘ -র বাক্যগুলিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি বিভিন্ন সহায়ক উপকরণের সহযোগীতায় বিভিন্ন পদের কার্যকারিতা সম্পাদন করছে। প্রথম বাক্যটিতে, মূল ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ঝম্‌ঝম্' অনুসর্গ '-িয়ে'-র সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পরবর্তী ক্রিয়াটিকে বিশেষিত করেছে, অর্থাৎ, ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে, মূল ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ঝুর্‌ঝুর্', 'করা' ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপ 'করে'-র সঙ্গে মিলিত হয়ে পরবর্তী ক্রিয়াকে বিশেষিত করার মাধ্যমে ক্রিয়ার বিশেষণের ভূমিকা পালন করছে। তৃতীয় বাক্যে, মূল ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ঝম্‌ঝম্'; বিশেষ্য পদ 'বৃষ্টি'-র সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে বিশেষ্য বা বিশেষণের ভূমিকা নির্বাহ করছে। একইভাবে, চতুর্থ বাক্যটিতে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'থইথই' ক্রিয়াপদ 'করা' সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াপদের মতো কাজ করছে। অন্য কথায় ব্যাখ্যা করলে, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি প্রথম দুটি বাক্যে ক্রিয়ার বিশেষণ, তৃতীয় বাক্যে বিশেষ্য/বিশেষণ এবং চতুর্থ বাক্যে ক্রিয়াপদের ভূমিকা নির্বাহ করছে।

নীচে বাংলা ও জাপানি ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে বাক্যে প্রযুক্ত হওয়ার সময় বিভিন্ন পদের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কি ধরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তার উদাহরণ সহযোগে তুলনামূলক আলোচনা করবো।

(১) বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার

- **বাংলা**

ক। **ঝর্‌ঝরি** [ঝরঝর + ই]

খ। **ঝর্‌ঝরানি** [ঝরঝর + আনি]

গ। **ঝম্‌ঝম্-বৃষ্টি**তে চারদিক ঝাপসা হয়ে এল।

উপরের উদাহরণগুলি বাংলার ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির বিশেষ্যের ব্যবহার নির্দেশ করছে। প্রথম উদাহরণটিতে, মূল ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ঝরঝর', অনুসর্গ '-ই'-র সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিশেষ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে, মূল ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ঝরঝর', অনুসর্গ '-আনি'-র সহযোগে বিশেষ্যে পরিণত হয়েছে। আবার, তৃতীয় উদাহরণটিতে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ঝমঝম' ও বিশেষ্য 'বৃষ্টি' একসঙ্গে মিলে বিশেষ্যের ভূমিকা পালন করছে। এভাবে দেখলে বোঝা যায়, বাংলার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি বিভিন্ন অনুসর্গ বা অন্য পদকে সহকারী উপকরণ রূপে ব্যবহার করে বিশেষ্যের মতো কাজ করতে পারে।

- **জাপানি**

ক। ざあざあ降り

জা-জা-বুরি

খ। ざんざ降りの雨

জানজা বুরিনো আমে

গ। ざんざ雨

জানজা আমে

ঘ। ぽつぽつ雨が落ちて来た

পোৎসুপোৎসু আমে *গা ওচিতে কিতা*

ঙ। じとじと雨が降って来た

জিতোজিতো আমে *গা ফুত্তে কিতা*

উপরের উদাহরণগুলি জাপানি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহারের পরিচয় দিচ্ছে। প্রথম উদাহরণে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ざあざあ' ক্রিয়া '降る'-র বিশেষ্য রূপ[2] 'ফুরি'-র সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মিলিতভাবে বিশেষ্যের কাজ করছে। দ্বিতীয় উদাহরণে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ざんざ' ও ক্রিয়া '降る' বিশেষ্য রূপ 'ফুরি'-র সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে বিশেষ্যে রূপায়িত হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'ざんざ', বিশেষ্য '雨'-র সঙ্গে মিলে বিশেষ্যের কার্য্যকারিতা সম্পন্ন করছে।

এভাবে দেখা যায়, বাংলা ও জাপানি উভয় ভাষাতেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষ্যে রূপান্তরিত হওয়ার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি, ক্ষেত্র বিশেষে অনুসর্গ সহযোগে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে অন্য বিশেষ্য পদের সহযোগে বিশেষ্যের ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে, লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির পশ্চাদবর্তী অংশে সহকারী উপকরণগুলি প্রযুক্ত হয়েছে। আবার, অন্যদিকে, বাংলার 'ঝমঝম-বৃষ্টি'-র মতো অনুরূপ নিয়মে জাপানির ক্ষেত্রেও 'ざんざ雨・ぽつぽつ雨・じとじと雨'-র মতো ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষ্যীকরণ হওয়ার রীতি চোখে পড়ে। উল্লেখ্য, বাংলার ক্ষেত্রে জাপানির মতো ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ক্রিয়াপদের পরিবর্তিত রূপ একসঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিশেষ্যে পরিণত হওয়ার রীতি দেখা না গেলেও, ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়ে উভয় ভাষাকেই অভিন্ন রীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়।

(২) বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার

- **বাংলা**

ক। **সপ্‌সপে** ভিজে
খ। **স্যাঁত্‌স্যাঁতে** ঘর
গ। **ঢ্যাপ্‌ঢ্যাপে** ভিজে

উপরের বাক্যগুলি বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার পরিচয় দেয়। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই, মূল ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে অনুসর্গ '-এ' যুক্ত হয়ে পরবর্তী বিশেষ্য বা বিশেষণকে বিশেষিত করছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, বাংলার ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি বিশেষণ রূপে ব্যবহার করার সময় শুধু মাত্র অনুসর্গ '-এ' যুক্ত হলে, বিশেষ্য উহ্য থাকলেও অন্তর্নিহিত অর্থটি প্রকাশ পায়। যেমন, উপরের দ্বিতীয় উদাহরণটিতে শুধু 'স্যাঁত্‌স্যাঁতে' বললেই সিক্ত অবস্থার কথা মাথায় আসে। '-এ' অনুসর্গ যুক্ত হয়ে বিশেষণে রূপান্তরিত হওয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দের উপস্থিতি বাংলায় প্রচুর দেখা যায়। যেমন- কন্‌কনে (শীত), গন্‌গনে (আগুন), চন্‌চনে (রোদ), কুচ্‌কুচে (কালো), ফুর্‌ফুরে (বাতাস/মেজাজ), ঝর্‌ঝরে (লেখা), টুক্‌টুকে (লাল), ঢ্যাব্‌ঢ্যাবে (লাল) প্রভৃতি। এই বিশেষ প্রবণতার জন্যেই হয়তো, বাংলার ভাষাবিদগণ বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহারের দিকটিকে বিশেষ প্রাধান্যের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

- **জাপানি**

[2] উল্লেখ্য, জাপানি ভাষায় ক্রিয়াপদকে বিশেষ্য পদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করার রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, এক্ষেত্রে, ক্রিয়া '降る・ফুরু[=(বৃষ্টি) পড়া)]'-র বিশেষ্যের পরিবর্তিত রূপ '降り・ফুরি'। অন্য আরেকটি উদাহরণ হিসেবে ক্রিয়াপদ '濡れる/নুরেরু[=ভিজে যাওয়া]'-র উল্লেখ করা যায়, যার পরিবর্তিত রূপ '濡れ/নুরে' বিশেষ্যের মতো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

ক। びしょ濡れ
বিশো নুরে

উক্ত উদাহরণটিতে জাপানি ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'びしょ/বিশো' ক্রিয়াপদ '濡れる/নুরেরু[=ভিজে যাওয়া]'-র বিশেষ্য রূপ '濡れ/নুরে' সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষেণর ভূমিকা পালন করছে।

উল্লেখ্য, জাপানি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ক্ষেত্রে, বাংলার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির মতো বিশেষণ রূপে ব্যবহারের প্রবণতা সেভাবে চোখে পড়ে না। বাংলার ক্ষেত্রে যেমন, অনুসর্গ '-এ' যুক্ত হলেই বিশেষণরূপী বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, জাপানি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ক্ষেত্রে সেভাবে কোন অনুসর্গ বা অন্যান্য সহকারী উপকরণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না।

(৩) ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহার

- **বাংলা**

ক। বৃষ্টিতে ঘরদোর **স্যাঁত্স্যাঁত্ করছে**।
খ। বন্যায় চারিদিক **টল্মল্ করছে**।
গ। জলাশয় বৃষ্টির জলে **থইথই করছে**।

উপরের বাক্যগুলি বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্রিয়াপদের ব্যবহার নির্দেশ করছে। প্রথম থেকে দেখলে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'স্যাঁত্স্যাঁত্', 'টল্মল্' এবং 'থইথই' ক্রিয়াপদ 'করা'-র সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে মিলিতভাবে ক্রিয়াপদের ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ, অন্যভাবে বলতে গেলে যথাক্রমে 'স্যাঁত্স্যাঁত্ করা', 'টল্মল্ করা', ও 'থইথই করা' ক্রিয়াপদের কাজ করছে।

- **জাপানি**

বাংলার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির মতো অনুরূপভাবে ক্রিয়াপদ 'する(সুরু)'-র সঙ্গে মিলিত ভাবে ক্রিয়াপদের ভূমিকা পালন করার উদাহরণ জাপানি ভাষাতেও বিদ্যমান। তবে, তার অধিকাংশই বর্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ নয়।

(৪)ক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার

- **বাংলা**

ক। **ঝর্ঝর্** বরিষে বারিধারা।
খ। বৃষ্টি পড়ে **টাপুর্টুপুর্**।
গ। জল পড়ে **টুপ্টাপ্**।
ঘ। **টিপ্টিপ্/টপ্টপ্ করে** জল পড়ছে।
ঙ। **ঝম্ঝম্ করে** বৃষ্টি শুরু হল।
চ। **ঝিরঝির/ঝুরঝুর করে** জল ঝরছে।
ছ। **চড়ুবড়ু করে** বৃষ্টি পড়ছে।
জ। জলের ফোটা **টুপ্টুপিয়ে** পড়ল।
ঝ। **ঝম্ঝমিয়ে** বৃষ্টি নামল।

উপরের উদাহরণগুলি বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্রিয়ার বিশেষণ-এর ব্যবহার নির্দেশ করছে। লক্ষ্যণীয়, ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হলেও, তিনটি পৃথক নিয়মে ক্রিয়ার বিশেষণের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। যথা- ক, খ ও গ -র বাক্যগুলিতে, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অন্য কোন সহায়ক উপকরণ ব্যতিরেকে

সংঘটিত ক্রিয়াকে বিশেষিত করছে। ঘ, ঙ, চ ও ছ -র বাক্যগুলির ক্ষেত্রে, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি তাদের অব্যবহিত পরেই ক্রিয়াপদ 'করা'-র অসমাপিকা রূপ 'করে'-র সঙ্গে মিলিত হয়ে পশ্চাদবর্তী ক্রিয়াটির বর্ণনা দেয়। ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের অব্যবহিত পরেই আবির্ভূত হওয়া এই 'করে'-কে সংযোজক অব্যয় (conjunctive) হিসেবে গণ্য করেছেন। আবার, শেষের দুটি উদাহরণ - জ। ও ঝ। এর বাক্যগুলিতে, মূল ধ্বন্যাত্মক শব্দ যথাক্রমে 'টুপ্‌টুপ্' ও 'ঝম্‌ঝম্' অনুসর্গ '-ইয়ে'-র সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে বিশেষিত করছে।

- **জাপানি**

ক। ざんざん降りしきる雨
***জানজান** ফুরি শিকিরু আমে*

খ। 雨がぱらぱら降っている
*আমে গা **পারাপারা** ফুত্তে ইরু*

গ। じとじと雨が降り始めた
***জিতোজিতো** আমে গা ফুরিহাজিমেতা*

ঘ। ぽつぽつ雨が落ちて来た
***পোৎসুপোৎসু** আমে গা ওচিতে কিতা*

ঙ। 小雨がしょぼしょぼ降っている
*কোসামে গা **শোবোশোবো** ফুত্তে ইরু*

চ। こんこんと大降りになり出した
***কোনকোন** তো ওওবুরি নি নারিমাশিতা*

ছ। 大粒の雨がぽたぽたと降り始めた
*ও-ৎসুবু নো আমে গা **পোতাপোতা** তো ফুরিহাজিমেতা*

জ। ざあざあと雨が降り始めた
***জা-জা-** তো আমে গা ফুরিহাজিমেতা*

উপরিউক্ত বাক্যগুলি জাপানি ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার নির্দেশ করে। বাংলার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির মতো, জাপানি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ক্ষেত্রেও ক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় কয়েকটি পৃথক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা -

১। ক ~ ঙ -এর বাক্যগুলিতে, প্রত্যেকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে অন্য কোন সহায়ক উপকরণ ব্যতিরেকে, তাদের মূল রূপের কোনরকম পরিবর্তন ছাড়াই ক্রিয়ার বিশেষণের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

২। শেষের তিনটি বাক্য চ, ছ ও জ-তে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অনুসর্গ/ সংযোজক অব্যয় অনুসর্গ 'と**/তো**' সহযোগে বাক্যস্থিত ক্রিয়াকে বিশেষিত করছে।

উভয় ভাষায়, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে ব্যবহারের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে - প্রথমত, উভয় ভাষাতেই ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে ব্যবহারে বাহুল্যের প্রবণতার বিষয়টি নজরে আসে। দ্বিতীয়ত, বাংলা ও জাপানি উভয় ভাষাতেই, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে, মোটের উপর অনুরূপ নিয়মে ক্রিয়ার বিশেষণের মতো ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ক্ষেত্র বিশেষে রূপের কোন বিকার ছাড়াই সংঘটিত ক্রিয়াকে বিশেষিত করতে দেখা যায়। আবার, ক্ষেত্র বিশেষে

বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি যেভাবে 'করে' বা '-িয়ে' অনুসর্গের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে ক্রিয়ার বিশেষণের ভূমিকা নির্বাহ করে, জাপানি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ক্ষেত্রেও অনুসর্গ 'と**/তো**' সহায়ক উপকরণ হিসেবে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। আবার, অর্থগত দিক দিয়ে বিচার করলে, বাংলার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'করে' এবং জাপানির 'と**/তো**'[= ক্ষেত্র বিশেষে 'に**/নি**'] একইরকম অর্থ ও ভূমিকা গ্রহণ করে। সর্বোপরি, উভয় ক্ষেত্রেই সহায়ক উপকরণগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে যুক্ত হওয়ার বিষয়টিতে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

উপসংহার:

উপরের আলোচনা থেকে নীচের বিষয়গুলিতে উপনীত হওয়া যায় –

১। বাংলা ও জাপানি - উভয় ভাষাতেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের উপস্থিতি বিদ্যমান।

২। রূপতত্ত্বের বিচারে, বাংলা ও জাপানি ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ও ক্রিয়ার বিশেষণ – এই ৪ প্রকার পদের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়।

৩। বাংলার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির বিশেষণ রূপে ব্যবহারের যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা জাপানি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

৪। উভয় ভাষাতেই, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি প্রধানত ক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

৫। বাক্যে প্রযুক্ত হওয়ার সময় বিভিন্ন রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীর ভূমিকা নির্বাহ করার ক্ষেত্রে, দুই ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিই মোটের উপর একই রীতি অনুসরণ করে। আরও পরিষ্কার করে বললে, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি কখনও একক ভাবে, আবার কখনও কোন অনুসর্গ বা অন্য পদকে সাহায্যকারী উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে, যা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে অবস্থান করে।

৬। ক্রিয়া পদ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে, দুই ভাষাতেই ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ক্রিয়াপদ 'করা' (যা জাপানিতে 'する/ সুরু') ও সমন্বয় সাধনের রীতি দেখতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, জাপানিতে বর্ষা সংক্রান্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ 'する/ সুরু'-র সহযোগে ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত হওয়ার উদাহরণ খুব একটা খুঁজে পাওয়া না গেলেও অন্যান্য অনেক ধ্বন্যাত্মক শব্দে এই ব্যবহার দেখা যায়। যথা- だらだらする**/দারাদারা সুরু (ঘর্ম),** きらきらする**/কিরাকিরা সুরু (আলো),** ぴかぴかする**/পিকাপিকা সুরু (আলো),** ひやひやする**/হিয়াহিয়া সুরু (উষ্ণতা),** かっとする**/কাত্তো সুরু (আগুন),** とろっとする**/তোরোত্তো সুরু (তরলের ঘনত্ব)** প্রভৃতি। উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায়, জাপানি ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিও, ক্রিয়াপদ 'する/সুরু (=করা)'-র সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রিয়াপদের মতো কাজ করে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, বাংলা ও জাপানি ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি হুবহু একই রীতিতে, একই ক্রিয়াপদ 'করা' - যা জাপানিতে 'する (সুরু)'-এর সহযোগে ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে, তা অন্য কোন ক্রিয়াপদ যেমন- 'হওয়া' বা অন্য কোনো উপকরণ সহযোগে সংঘটিত হচ্ছে না।

যদিও, বাংলা ও জাপানি ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি বিভিন্ন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার সময় অনুসর্গ প্রভৃতি যেসব সহায়ক উপকরণের সাহায্য নেয়, তা ভাষার অন্যান্য সাধারণ শব্দের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য হয় বা সেগুলির ব্যবহার ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্ষেত্রেই সীমিত কি না - তা জানতে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণের অবকাশ থেকে যায়। তাহলেও, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে,

বাংলা ও জাপানি উভয় ভাষাতেই বর্ষা সম্পর্কিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন পন্থায় বাক্যে ব্যবহৃত হওয়া লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, বর্ষা ছাড়াও আলো, তাপ, বাতাস, বর্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয় ও চলন-বলন-কর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়া, বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বা ভাব বর্ণনায় এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সেই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্য কতটা এবং কি ভাবে বিদ্যমান, তা উন্মোচন করার ক্ষেত্রে এই আলোচনাটি, আরও গভীর ও বৃহত্তর পরিসরে গবেষণার ব্যাপক কৌতূহলের উদ্রেক ঘটায় তাতে সন্দেহ নেই। সর্বোপরি, বংশানুগত ও রূপতত্ত্বের বিচারে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের সামঞ্জস্য পূর্ণ উপস্থিতি ও তার ব্যবহার ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে অতীব তাৎপর্য্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র

Alibha Dakshi. (2001). *BANGLA DHANYATMAK SHABDA (Bengali Onoamatopoeic Words).* Kolkata: Subarnarekha.

Asis Khastagir. (2017). *Bangla Shabda-Mela.* Kolkata: SOPAN.

Bamandev Chakravarty. (1963). *A COMPLETE TEXT BOOK ON HIGHER BENGALI GRAMMAR.* Kolkata: Akshay Malancha.

Haricharan Bandyopadhyay. (1966). *Bangiya Shabdakosh (Bengali Lexicon).* Kolkata: Sahitya Akademi.

Niladri Sekhar Dash. (2015). *A Descriptive Study of Bengali Words.* Delhi: Cambridge University Press.

Rabindranath Tagore. (1905). *Rabindra Rachanabali, Shabda-tattva, 'Bhasar Ingit' (Linguistics).* Kolkata.

Ramendrasundar Trivedi. (1917). *Shabda-katha.* Kolkata: Sanskrit Press Depository.

Suniti Kumar Chatterji. (1939). *Bhasha-Prakash Bangala Vyakaran (A Grammar of the Bengali Language).* New Delhi: Rupa Publications India Ltd.

Suniti Kumar Chatterji. (1993). *The Origin and Development of the Bengali Language.* New Delhi: Rupa Publications India Pvt. Ltd.

天沼寧. (1974). *擬音語・擬態語辞典.* 東京: 東京堂出版.

小野正弘. (2007). *日本語オノマトペ辞典.* 東京: 小学館.

浅野鶴子（編）金田一春彦（解説）. (1978). *擬音語・擬態語辞典.* 東京: 角川出版.